KHABOR SOJASUJI

খবর সোজাসুজি

RNI NO.WBBEN/2023/87806 (Govt. Of India)

EDITOR - ISRAIL MALLICK

খবর সোজাসুজি

প্রতিনিয়ত খবরের আপডেট পেতে ফলো করুন আমাদের ফেসবুক, ইউটিউব, ট্যুইটার এবং ইন্সটাগ্রাম।

Follow Us :
facebook.com/khaborsojasuji
youtube.com/@khaborsojasuji
twitter.com/Khaborsojasuji
instagram.com/khaborsojasuji
www.khaborsojasuji.com

প্রতি ইংরেজি মাসের ১৫ ও ৩০ তারিখ প্রকাশিত হচ্ছে পাক্ষিক সংবাদপত্র

খবর সোজাসুজি

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮
www.khaborsojasuji.com

Vol-2 ● Issue- 21 ● Bardhaman ● 15 April 2025 ● Rs. 2.00 (Four Pages) ● Mobile - 9434566498

এক নজরে

● খবর সোজাসুজি পত্রিকার উত্তর সম্পাদকীয় বিভাগের জন্য আপনার লেখা অপ্রকাশিত গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ, নিবন্ধ পাঠাতে পারেন। বিবেচিত হলে অবশ্যই প্রকাশ করা হবে। হোয়াইট অ্যাপ নং - ৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮

● ২০১৬'র ২৬০০০ শিক্ষকের পুরো প্যানেল বাতিল করল সুপ্রীম কোর্ট। হাইকোর্টের রায়কেই বহাল রাখল দেশের শীর্ষ আদালত।

● ''হাইকোর্ট আর সুপ্রীম কোর্টের থাপ্পড় খেতে খেতে পুরো দুটো গালই এখন লাল হয়ে গেছে'', মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করে তীব্র কটাক্ষ করলেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ।

● ''ভাইপোর ওখানে টাকা কালেকশন হতো'', নিয়োগ দুর্নীতি প্রসঙ্গে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

● সরকার চাইলেই কোর্টে যোগ্য-অযোগ্যদের তালিকা জমা দিয়ে যোগ্যদের চাকরি বাঁচাতে পারতো। তা না করে দুর্নীতিকে ঢাকতে গিয়ে যোগ্যদেরও সর্বনাশ করল,অভিযোগ।

● ৩০ এপ্রিল থেকে স্কুলে পড়বে গরমের ছুটি,নবান্নে সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

● সুপ্রীম কোর্টের রায় চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল রাজ্যে নিয়োগ দুর্নীতি কত গভীরে। চাকরি গেল ২৫৭৫২ জনের। অনেকেই বলছেন, শিক্ষকের অভাবে এবার লাঠে উঠবে স্কুলের পঠনপাঠন।

● একাদশে প্রথম সেমিস্টারে ৪০ এর মধ্যে ৪০,কিন্তু দ্বিতীয় সেমিস্টারে ৪০ এর মধ্যে ২,৩ এমনকি ০ ! এই ব্যর্থতার দায় শুধু কি ছাত্রের একার ?

● হুগলিতে শাসক দলের নেতাদের নিজেদের মধ্যে শুরু হয়েছে কাদা ছোড়াছুড়ি। অসিত মজুমদার না বেচারাম মান্না,কে কত বড় নেতা তা প্রমাণ করতেই ব্যস্ত। সব দেখে শুনে মুচকি হাসছেন জনগণ।

● ''আমি একাই একশো। যে চিৎকার করে তাকে চিৎকার করতে দিন। বাম-রাম একসঙ্গে কলকাতা থেকে টিকিট কেটে গেছিল'', রেড রোডে ঈদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে বাম-বিজেপিকে একযোগে নিশানা করে তীব্র আক্রমণ করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

● ''বিকাশবাবু কেন মামলা করলেন।ওনাকে আইসোলেট করা উচিত'', নিয়োগ দুর্নীতি মামলায়

(এরপর চারের পাতায়)

স্ত্রীকে আগুনে পুড়িয়ে মারার দায়ে যাবজ্জীবন কারাদন্ড স্বামীর !

নিজস্ব সংবাদদাতা - বিয়ের ত্রিশ বছর পর বধু নির্যাতনের অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে ! স্ত্রীকে আগুনে পুড়িয়ে মারার দায়ে যাবজ্জীবন কারাদন্ড হল বৃদ্ধ স্বামীর ! ঘটনাটি ঘটেছে বলাগড়ের ডিগড়ে নাটাগড় এলাকায়।গত মঙ্গলবার এই মামলার সাজা ঘোষণা করলেন চুঁচুড়া আদালতের ২য় ফাস্ট ট্রাক কোর্টের বিচারক শুভ্রা ভৌমিক ভট্টাচার্য্য। মামলার সরকারি আইনজীবী প্রশান্ত আগরওয়াল বলেন,বলাগড়ের বাসিন্দা বিশ্বজিৎ দাস(৬১) তার স্ত্রী চন্দনা দাস(৫৫)কে ৭ জানুয়ারি,২০১৯ গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেন। চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে মৃত্যু কালীন জবানবন্দিতে স্বামীকে দায়ী করে চন্দনা। ৯ তারিখ মৃত্যু হয় চন্দনার। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে,বিয়ের দশ বছর পর থেকে শুরু হয় শারীরিক

অভিযুক্ত বিশ্বজিৎ দাস।

নির্যাতন।মদ্যপ অবস্থায় মারধোর চলত। ঘটনার রাতে নিজের বাড়িতেই গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয় বিশ্বজিৎ। তাদের বড় মেয়ে সরসী দাস ১১ জানুয়ারি,২০১৯ বাবার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন বলাগড় থানায়। পুলিশ ২৭ জানুয়ারি,২০১৯ এ বিশ্বজিৎ কে

(এরপর দুয়ের পাতায়)

লেখা আহ্বান

খবর সোজাসুজি'র শারদীয় উৎসব সংখ্যা ২০২৫ এর জন্য লেখা আহবান করা হচ্ছে। আগ্রহী ব্যক্তিরা লেখা পাঠাবেন হোয়াটস অ্যাপে(৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮)টাইপ করে ৩১ মে'র মধ্যে। লেখা বিবেচিত হলে অবশ্যই প্রকাশিত হবে। সৌজন্য সংখ্যা দেওয়া হবে ইত্তবুক/পিডিএফ আকারে। লেখা নির্বাচিত হলে সূচিপত্রে জানানো হবে। নির্বাচিত লেখক সূচি যথাসময়ে খবর সোজাসুজি ফেসবুক পেজে প্রকাশ করা হবে। ইচ্ছুক ব্যক্তিরা পাঠাতে পারেন ছোট গল্প,কবিতা,রম্য রচনা, অনুগল্প,ভ্রমণ কাহিনী,প্রবন্ধ এবং মুক্ত গদ্য।লেখার উপরে অবশ্যই ক্যাটাগরি উল্লেখ করবেন। লেখা হতে হবে অবশ্যই মৌলিক ও অপ্রকাশিত। একজন লেখক/লেখিকা কেবল একটাই লেখা পাঠাবেন। আর লেখার সঙ্গে নিজের পুরো নাম ঠিকানা সহ ৩০ টি শব্দের মধ্যে আপনার নিজের সম্পর্কে অবশ্যই লিখে পাঠাবেন।

লেখা পাঠানোর রূপরেখা - কবিতা : ২৪ লাইনের মধ্যে, প্রবন্ধ : ১৫০০ শব্দের মধ্যে, ভ্রমণ কাহিনী: ১৫০০ শব্দের মধ্যে, ছোটগল্প : ১০০০ শব্দের মধ্যে, অণুগল্প : ৩০০ শব্দের মধ্যে, মুক্তগদ্য : ৩০০ শব্দের মধ্যে,রম্য রচনা : ৪০০ শব্দের মধ্যে।

লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ : ৩১ মে, ২০২৫

সূচিপত্র প্রকাশের সম্ভাব্য তারিখ - ৩১ জুলাই,২০২৫

লেখা পাঠাবেন : হোয়াটস অ্যাপে টাইপ করে,খবর সোজাসুজি'র অফিসিয়াল **হোয়াটস অ্যাপ নম্বরে - ৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮**

ইসরাইল মল্লিক,সম্পাদক, খবর সোজাসুজি
মথুরাপুর,জামালপুর,পূর্ব বর্ধমান
RNI NO. WBBEN/2023/87806

বিনম্র আবেদন

সময়টা বড় অস্থির। সর্বত্রই যেন একটা গেল গেল রব। রাজনীতি আর ধর্ম মিলে মিশে একাকার। ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতি প্রবলভাবে মাথা চাড়া দিচ্ছে। ধর্মের সুড়সুড়ি দিয়ে সাম্প্রদায়িকতার বিষ বাষ্প ছড়িয়ে রাজ্যে যারা অস্থিরতা তৈরির চেষ্টা করছে তাদের থেকে সতর্ক থাকুন। কোনো প্ররোচনায় কেউ পা দেবেন না। কোনো বিষয়ে প্রতিবাদ আন্দোলন করতেই পারেন,কিন্তু হিংসাত্মক আন্দোলন কখনোই সমর্থন যোগ্য নয়। যারা হিংসার আশ্রয় নিয়ে শান্ত বাংলাকে অশান্ত করার চেষ্টা করছে তাদের চিহ্নিত করে অবিলম্বে প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। সর্বদাই মনে রাখবেন, প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তি কখনো অন্য ধর্মকে অশ্রদ্ধা করে না। আর ধর্মের নামে যারা দাঙ্গা বাধায় তারা কখনো প্রকৃত ধার্মিক হতে পারে না। কারণ, দাঙ্গাবাজদের কোনো জাত, ধর্ম হয় না। সর্বদা সচেতন ও সজাগ থাকুন। শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখুন। কোনো রকম প্ররোচনায় কেউ পা দেবেন না। গুজবে কান দেবেন না। গুজব ছড়াবেন না। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখুন। সত্যতা যাচাই না করে সোস্যাল মিডিয়ায় কোনো কিছু শেয়ার করবেন না,অনুরোধ।

ইসরাইল মল্লিক, সম্পাদক , খবর সোজাসুজি

ধনেখালি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে অসীমা পাত্রের নেতৃত্বে রাম নবমী উপলক্ষ্যে ধনেখালি কলেজ মোড় থেকে হারপুর মোড় পর্যন্ত বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা।

দামোদরের চরে বালির দুর্গ নির্মাণ করে নজর কাড়লেন রঙ্গজীব রায়

নিজস্ব সংবাদদাতা - পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষে দামোদর নদীর চরে মজুত বালিকে কাজে লাগিয়ে অসাধারণ শিল্পকর্মের নিদর্শন ফুটিয়ে তুললেন এক বালু শিল্পী। সাধারণত এমন উৎকৃষ্ট বালু শিল্পের নিদর্শন পুরীর সমুদ্র সৈকতেই বেশি দেখা যায়।তবে এবার বর্ধমান শহরের উপকণ্ঠে গৈতানপুর চরমানা এলাকার দামোদরের চরে বিশাল এক দুর্গের আদলে শিল্পকর্ম গড়ে তুলেছেন রঙ্গজীব রায় নামে এক শিল্পী।শিল্পী রঙ্গজীব জানান, প্রায় আড়াই দিন ধরে

শুধুমাত্র বালি ব্যবহার করেই এই বিশাল শিল্পকর্ম নির্মাণ করা হয়েছে। তাঁর কথায়, ক্ষুন্নমূলত বালু শিল্পীদের শিল্পসত্তা তুলে ধরতেই এই প্রচেষ্টা।প্রকৃতির মাঝে,খোলা আকাশের নিচে কাজ করে শিল্পের

(এরপর দুয়ের পাতায়)

ঈদের শুভেচ্ছা জানাতে ধনেখালির আলা, মল্লিকপুর ও দশঘরা এলাকায় হাজির হুগলি গ্রামীন পুলিশের ডিএসপি(ডি এন্ড টি) প্রিয়ব্রত বক্সী, সঙ্গে ধনেখালি থানার ওসি কৌশিক দত্ত।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনন্য নজির মালদায়, রাম নবমীর মিছিলে পুষ্প বৃষ্টি,মিষ্টি বিতরণ মুসলিমদের

নিজস্ব সংবাদদাতা- রাম নবমীর মিছিলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা। রাম ভক্তদের পুষ্প বৃষ্টি করে অভিনন্দন মালদা শহরের মুসলিম কমিটি আটকোশীর।শুধু তাই নয় শহরের ফোয়ারা মোড়ে টেন্ট করে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষেরা রাম নবমীতে অংশগ্রহণকারী মানুষদের মধ্যে

(এরপর দুয়ের পাতায়)

খবর সোজাসুজি
Volume-2 ● Issue- 21 ● 15 April, 2025

দায় কার ?

দুর্নীতির পাঁকে নিমজ্জিত বাংলা। শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য সর্বত্রই পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতি। প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি আর সরকারের অপদার্থতার জন্য আজ পথে বসতে হল ২৫৭৫২ জন চাকরি হারা ছেলে মেয়েকে। অযোগ্যদের সঙ্গে শাস্তি পেল যোগ্যরাও। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ২০১৬ 'র শিক্ষক নিয়োগের পুরো প্যানেল বাতিল করল সুপ্রীম কোর্ট। অযোগ্যদের বাঁচাতে মরিয়া চেষ্টা করে যোগ্যদেরও পথে বসালো স্কুল সার্ভিস কমিশন। সুপ্রীম কোর্টের রায় চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল রাজ্যে নিয়োগ দুর্নীতি কত গভীরে। চাকরি গেল ২৫৭৫২ জনের। এভাবে হাজার হাজার ছেলে মেয়ের চাকরি চলে যাওয়াটা সত্যিই অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। রাজ্য যদি যোগ্য-অযোগ্যদের পুরো তালিকা কোর্টে জমা দিত তাহলে আর চতুর্দিকে এত হাহাকার হতো না। আর এর ফলে দুর্দশা আরও বাড়ল স্কুল গুলোর। এর ব্যাপক প্রভাব পড়বে ছাত্র ছাত্রীদের ওপর। শিক্ষকের অভাবে এবার তো লাঠে উঠবে স্কুলের পঠনপাঠন। এরজন্য পুরোপুরি দায়ী রাজ্য সরকার আর স্কুল সার্ভিস কমিশন। সবটাই রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা,অপদার্থতার ফল। প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির মাশুল গুনতে হল যোগ্যদেরও। এ দায় তো শুধু স্কুল সার্ভিস কমিশনের একার নয়,রাজ্য সরকারও সমান ভাবে দায়ী। যতই বলা হোক স্কুল সার্ভিস কমিশন স্বয়ং শাসিত সংস্থা বাস্তব কিন্তু অন্য কথা বলছে। রাজ্য সরকার যদি দায়ী না হয় তা হলে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় রাজ্যের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী জেলে কেন ? যোগ তো কোথাও না কোথাও একটা আছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আবার বলছেন সুপ্রীম কোর্ট জানাতে পারে নি কারা যোগ্য,কারা অযোগ্য। কি অবস্থা দেখুন। যাদের তালিকা দেবার কথা তারাই কিনা বলছে সুপ্রীম কোর্ট দেয় নি, ভাবা যায় ! প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, চাল আর কাঁকর আলাদা করার দায়িত্ব কার ? যোগ্য-অযোগ্যদের তালিকা তো স্কুল সার্ভিস কমিশন এবং রাজ্য সরকারের দেওয়ার কথা। তাদের কাছেই তো সব তথ্য থাকার কথা। স্কুল সার্ভিস কমিশন এবং রাজ্য সরকার যদি যোগ্য-অযোগ্যদের তালিকা কোর্টে পেশ করতো তাহলে তো আর এরকম অবস্থা হতো না। এখন ভলেন্টিয়ারি সার্ভিস দেওয়ার কথা বললে চিঁড়ে ভিজবে ? শিক্ষক থেকে কেউ কি আর সিভিক শিক্ষক হতে চান ? কাদের পাপে যোগ্য শিক্ষকদের চোখের জল ফেলতে হচ্ছে ? এর দায় কি শুধু স্কুল সার্ভিস কমিশনের ? রাজ্য সরকারের কোনো দায় নেই ? শুধুই বিরোধীদের চক্রান্ত বললে হবে ? দোষ করলে তো দোষটা স্বীকার করা উচিত। অযোগ্যদের বাদ দিয়ে যোগ্যদের তালিকা নিয়ে কি সুপ্রীম কোর্টে রিভিউ পিটিশন করা যায় না ? অযোগ্যদের বাঁচাতে যোগ্যদের কেন বলি দিচ্ছেন ? একে অপরকে দোষারোপ না করে নিজেদের দায় স্বীকার করে মহামান্য আদালতের কাছেই আপিল করুন। তাহলেই হয়তো মিলতে পারে সুরাহা। সম্মানের সঙ্গে বাঁচতে পারে হাজার হাজার পরিবার।

(প্রথম পাতার পর) **সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনন্য নজির মালদায়**

পানীয় জল চকলেট ও লাড্ডু বিতরণ করলেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা দিতে রামভক্তদের নিজের হাতে লাড্ডু খাওয়ালেন মুসলিম ভাই-বোনেরা। লাড্ডু খাইয়ে মিছিলে অংশ নেওয়া বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু থেকে বিধায়কদের আলিঙ্গন করলেন মুসলিম সম্প্রদায়ের ভাই-বোনেরা।

(প্রথম পাতার পর) **দামোদরের চরে বালির দুর্গ নির্মাণ**

বিকাশ ও প্রকাশ যে সম্ভব,সেটাই বোঝাতে চেয়েছি। এখানে বালি ছাড়া অন্য কোনো উপাদান ব্যবহার করিনি।" পেশাগতভাবে একজন পেইন্টিং আর্টিস্ট হলেও গত পাঁচ বছর ধরে বালি দিয়ে প্রাচীন নদীমাতৃক সভ্যতা, হিন্দু দেবদেবীদের মন্দির এবং গ্রীক স্থাপত্যের আদলে একের পর এক শিল্পকর্ম গড়ে তুলছেন রঙ্গজীব রায়। এই শিল্পের ক্ষণস্থায়ীত্ব নিয়েও তাঁর নিজস্ব উপলব্ধি রয়েছে। তিনি বলেন, ''এই ধরনের কাজের দর্শক সবসময় থাকে না। আমরা নিজেদের শিল্পীসত্তা আরো ক্ষুরধার করতেই কাজ করি। যদিও প্রাকৃতিক কারণে এই শিল্পকর্ম বেশিদিন টেকে না, কিন্তু শিল্প সম্পূর্ণ করার যে আনন্দ,তা শিল্পীর মনে চিরস্থায়ী হয়ে যায়।"

(প্রথম পাতার পর) **স্ত্রীকে আগুনে পুড়িয়ে মারার দায়ে**

গ্রেফতার করে তদন্ত শুরু করে। মামলার তদন্তকারী অফিসার ছিলেন আসরফ আলি। মোট সাক্ষ নেওয়া হয় ১৯ জনের। গত ৫ এপ্রিল অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে আদালত। ৪৯৮ এ ধারায় ছয় মাস সশ্রম কারাদন্ড এক হাজার টাকা জরিমানা করা হয়,অনাদায়ে আরও একমাস জেল। ৩০২ খুনের ধারায় যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড,২০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে এক বছর কারাদন্ডের সাজা শোনায় আদালত। ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রবল চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

আত্মহননের পাঠশালা

কুন্তল চট্টোপাধ্যায়

রিলস্ থাকুক, রিয়েলিটিও থাকুক, থাকুক পাঠ্যবই
হতাশা যাক,শোলোক বলা,কাজলা দিদি কই।
রতনতনু মহাশয়ের মুখবন্ধ ধার করিয়া তত্ত্বগত এই বিষয়ের অবতারণা। গত কয়েক বছর যাবৎ স্ব স্বাবলম্বী কচি কচি হৃদয় মুক্তমনা হইয়া সমাজ মাধ্যমে আপন মন্ত্র প্রচারে উদ্দ্যত ।ইহাতে না আছে নিজের ভ্রান্তি অপনীত করিবার চেষ্টা,না আছে অপরের ভ্রান্তি অপনয়ন করিবার কৌশল। এমনই এক কচির পিতা বিরিঞ্চি সকাশে উপনীত হইলে, বিরিঞ্চি কহিল,কি যে ছাই বলিস বাপু, যে বই পাঠ করিয়া পাঠকের পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটে তাহাই তো পাঠ্যবই। এই কারণেই হামবার্গকে বলেছিলাম, বইয়ে মুখে হতে না পারা বাঙালি কচিদের জন্য মুখচ্ছবির বই চালু করে দিতে। পাঠ্যবইয়ে যাদের মন বসে না, তাদেরকে ঘন্টার পর ঘণ্টা বসিয়ে রাখার জন্যে মুখচ্ছবির বই চালু কর। বাবা ! ওটা হামবার্গ না জুকেরবার্গ ? বিরিঞ্চি কহিল,অর্বাচীন ; নিওলিথিক যুগে ওর নাম ছিল হামবার্গ।একসাথে বসে কত গাঁজা সেবন করেছি ।আমারও তো পাঠ্যবইয়ে দারুন এলার্জি ছিল কিনা ।কি বলছেন বাবা ! সারাদিন দরজা বন্ধ করে আয়নার সামনে বিশ্রী অঙ্গভঙ্গি,সাথে স্ল্যাং শব্দ করেই চলেছে।কিছু বললেই ঐ মুখচ্ছবি আমাদেরও দর্শন করাচ্ছে।বলছে নাকি রোজগার হচ্ছে। বিরিঞ্চি কহিল,তা বাপু কি চাস ? সস্তায় যশস্বী হতে ? যায় না হওয়া যায় না,এর জন্য সাধনার প্রয়োজন। তবে যদি বলিস সাধনা করেই বা কি লাভ হচ্ছে। এই তো গত মাসেই পড়াশোনা জানা ৫০ লক্ষ লোকের চাকরি গেল। এদের পড়াশোনাও হবে না, আর চাকরিও হবে না,ফলে সেটি যাবার চিন্তাও থাকবে না। বাবা তাহলে ঐ শোলোক বলা .... থাম থাম। দেখছিস না পেট থেকেই কি খবর - কি খবর এই কৌতূহলে কাঁচি চালিয়ে বার করে আনছে বাচ্ছাদের। তার পর খাওয়া থেকে ঘুমানো সবেতেই চোখের সামনে ধরিয়ে দিচ্ছে আয়না। শোলোক তো এখন রিলস্,কাজলা দিদির প্রয়োজন ফুরিয়েছে। সবাই কনটেন্ট ক্রিয়েটর। কনটেন্টের না আছে মাথা না আছে মুন্ডু। কিন্তু বাবা,রিয়েলিটি বলেও তো একটা বিষয় আছে ?
বিরিঞ্চি কহিল আছে। ঐ রিয়েলিটি শো এর মতো।হয় হয়েছে,মানে অতীতে,না হয় হবে অর্থাৎ ভবিষ্যতে। সব কাল,আজ কিছুই নেই। তাইতো মুখচ্ছবির বই এত জনপ্রিয়। উইলমোর স্পেস স্টেশনে অভিকর্ষ শূন্য স্থানে মুলো ও লেটুশ শাক চাষ করা সম্ভব হয়েছে। আগামীতে গবেষণার পাশাপাশি বিনোদনের কেন্দ্রস্থল হিসাবে গড়ে উঠবে এই স্টেশনটি।
সহসা চিত্ত সংশয়াকুল হইলো। নিজেকেই কচির পিতা হিসাবে কল্পনা করিলাম। কার কাছে যাইলে এর থেকে পরিত্রাণের উপায় পাওয়া যাইবে ভাবিতে ভাবিতে মুষ্টিবদ্ধ হাত দুখানি শৃঙ্খলিত নহে এই রূপ প্রারম্ভের জন্য প্রভুর কৃপা লাভের নিমিত্ত জোড় করিলাম।

বনবিবির পুজো দিয়ে মধু সংগ্রহ করতে সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলের পথে মউলেরা

নিজস্ব সংবাদদাতা - বনবিবির পুজো দিয়ে মধু সংগ্রহ করতে সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলের পথে পা বাড়ালো মউলেরা। সুন্দরবনের মানুষের অন্যতম পেশা হলো মাছ ধরা,কাঁকড়া ধরা ও মধু সংগ্রহ করা। আর এর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য পেশা হল মধু সংগ্রহ করা। সাধারণত যারা মধু সংগ্রহ করে, তাদেরকে মউলে বলে। এরা বছরের একটা নির্দিষ্ট সময় জঙ্গলে যায় এবং মধু সংগ্রহ করে। জীবনের পরোয়া না করেই মউলেরা জঙ্গলে যায় এবং নিজেরাও জানে জঙ্গল থেকে তারা নাও ফিরতে পারে। তবুও জীবন-জীবিকার তাগিদে তাদের জঙ্গলে যেতে হয়। যুদ্ধ করতে হয় বাঘ, কুমির,বিষধর সাপেদের সাথে। সাধারণত ফাল্গুন মাসেই হেঁতাল গাছে ফুল ফোটে এবং তার পরেই অন্যান্য গাছগুলিতে ফুল ফুটতে দেখা যায়। যেমন আষাঢ় মাসের প্রথমদিকে খলসে ফুল ফোটে আর মৌমাছিরা এই সময় জঙ্গলে তাদের বাসা তৈরি করে এবং মধু সংগ্রহ করে চাক পরিপূর্ণ করে। সাধারণত ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ এই তিন মাস মউলেরা মধু সংগ্রহ করে। অন্য সময় জঙ্গলে মৌচাক থাকলেও তাতে তেমন মধু থাকে না। কারণ অন্য সময়ে জঙ্গলের কোনো গাছে ফুল ফোটে না। ফলে মৌমাছিরা মধু সংগ্রহ করার পরিবর্তে বাসায় বসে মধু খেতে থাকে। এছাড়া ফাল্গুন চৈত্র মাসে তেমন ঝড় বৃষ্টি হয় না। ফলে মৌচাকের কোন ক্ষতি হয় না।আবার বৃষ্টি না হবার দরুণ ফুলের মধুতে জলের পরিমাণ কম থাকে।ফলে মধু গাঢ় হয়।তাই ফাল্গুন চৈত্র এই দুই মাসই হল মউলেদের মধু সংগ্রহের উপযুক্ত সময়। মঙ্গলবার কুলতলির বিট অফিস থেকে ৫০/৫৫ টি দলকে

পাশ দেওয়া হয়। প্রত্যেক টিমে পাঁচজন থেকে সাতজন করে থাকবে। এবারে বন দফতর আশা করছে ১০ টনের মত মধু তারা মউলদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারবে। কুলতলী বিধানসভা বিভিন্ন এলাকায় যে সকল মৎস্যজীবী পরিবার আছে বা মউলেরা এদিন কুলতলী বিট ফরেস্ট অফিস থেকে পাস সংগ্রহ করে। তারা বাড়ি থেকে তাদের গুরুজনদের আশীর্বাদ নিয়ে বেরিয়ে যায় ১৫ দিনের জন্য মধু আরোহন করতে।প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও উপকরণ সংগ্রহ হয়ে গেলে পঞ্জিকা দেখে একটি ভালো দিন নির্বাচন করে এবং জঙ্গলের জউদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে।জঙ্গলে যাওয়ার পূর্বে মা বনবিবির উদ্দেশ্যে পুজো দেয়। ১০-১৫ দিনের খাবার সামগ্রী ছাড়াও তারা সঙ্গে নেয় একটি বড় 'দা' বা 'হেসো', যা মধুর চাক কাটতে প্রয়োজন হয়। দলে যে ক'জন লোক থাকে, প্রত্যেকের জন্য ছোট অথবা মাঝারি দা থাকে, এছাড়াও সঙ্গে থাকে বড় নেট জাল, ২-৩টি হাড়ি, বালতি, বড় মোটা দড়ি,খড়, প্লাস্টিকের ড্রাম, টিনের ড্রাম,প্রত্যেকের জন্যএকটি কদাকার মুখোশ, দুটি গামলা প্রভৃতি।এ সবই তাদের মধু সংগ্রহ করার সময় প্রয়োজন হয়। মউলেরা সাধারণত জোয়ারের জলেই গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করার চেষ্টা করে।এদের জঙ্গলের পথঘাট সবই জানা থাকে।ফলে কোন পথে গেলে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছানো যাবে তা সহজেই নির্ধারণ করে নেয়। এই ভাবেই চলে মউলদের জীবন জীবিকা মৃত্যুকে হাতে নিয়ে। এবছর বনদপ্তরের পক্ষ থেকে মধুর দাম নির্ধারণ করা হয়েছে উৎকৃষ্ট মানের মধু প্রতি কেজি ২৭৫ টাকা এবং একটু নিম্নমানের মধু প্রতি কেজি ২৪০ টাকা। স্বামীরা মধু সংগ্রহ করার জন্য গভীর জঙ্গলে পাড়ি দেয় অন্যদিকে এই পনেরোটা দিন গ্রামের মহিলারা সারাদিনে উপোস থেকে বিকাল সন্ধ্যা নাগাদ ওরা পান্তা খেয়ে নেয়। যতক্ষণ না ওরা বাড়ির পথে রওনা না হচ্ছে ততক্ষণ ওরা মাছ মাংস শাকসবজি দিয়ে রান্না করবে না।মউলেদের সংগ্রহ করা ওই মধু বনদফতরের থেকে কিনে নেবে ওয়েস্ট বেঙ্গল ফরেস্ট কর্পোরেশন।সেই মধু সংশোধনের পরে প্যাকেজিং করে 'মৌবন' নামে বাজারে বিক্রি করবে তারা। ফরেস্ট কর্পোরেশনকে দেওয়ার পরেও মধু বাড়তি থাকলে তা বন দফতরের তরফেই বাইরে বিক্রি করা হবে বলে জানা গেছে।

অন্নপূর্ণা পুজো উপলক্ষ্যে মনিরামবাটিতে অনুষ্ঠিত হল সাহিত্য সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা - পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকের মনিরামবাটী অন্নপূর্ণা বান্ধব সমিতির পরিচালনায় মনিরামবাটীতে আয়োজিত ৭৭ তম অন্নপূর্ণা পুজো উপলক্ষ্যে ৭ই এপ্রিল ২০২৫ সোমবার বিকেলে অনুষ্ঠিত হল ১৬ তম সাহিত্য সভা এবং সাহিত্য পত্রিকা অন্নদার ৩৬ তম সংখ্যার আত্মপ্রকাশ।এই সাহিত্য সভায় উপস্থিত ছিলেন বর্ষীয়ান কবি সতীরঞ্জন আদক, ছড়াকার বিজন দাস, কবি বিদ্যুৎ ভৌমিক,কৃষ্ণবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়,অরুণ কুমার মান্না,অচিন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদা পত্রিকার সম্পাদক কাশীনাথ মোদক, রাজু শর্মা, কুশল মোদক, এবং অমিতাভ ঘোষ,অনিলকুমার ভান্ডারী, ডাঃ শুকদের ঘোষ, অশোক কুমার দাস, শেখ গোলাম মাবুদ প্রমুখ।অন্নদা পত্রিকাউ আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন অঞ্জলি দাস, তমালি ব্যানার্জী, দিপ্তী চক্রবর্তী, পায়েল সাধুখাঁ, সুচন্দ্রা অধিকারী।কবিদের স্বরচিত কবিতা পাঠে সুধী দর্শক বৃন্দ আপ্লুত হয়ে পড়েন। এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শিল্পী সংগীত পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন অরুণকুমার মান্না ও সুচন্দ্রা অধিকারী। সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এই অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপক জগদীশ অধিকারী। অনুষ্ঠানের শেষে ছিল লোকনাথ বসু রচিত ও সম্পাদিত অন্যরূপে অন্নপূর্ণা। পরিচালনায় ছিলেন পিনাকী বসু ও সম্প্রদায়। রাতে অনুষ্ঠিত হল ছোটদের কবিতা পাঠ, শঙ্খবাজানো, বাতি জালানো, এবং মিউজিক্যাল চেয়ার। এই অনুষ্ঠানটি পরিচালনায় ও ব্যবস্থাপনায় ছিলেন শুভাশিস অধিকারী, কুশল মোদক, তিলক শর্মা, সুচন্দ্রা অধিকারী, অলোক কুমার দাস, ইন্দ্রজিৎ রায়।

চাকরি বাঁচাতে ডিআই অফিসে গিয়ে লাথি ও লাঠিপেটা খেল শিক্ষক !

নিজস্ব সংবাদদাতা - চাকরিহারা স্কুল শিক্ষকদের বিক্ষোভে বুধবার কসবার ডিআই অফিসে তুমুল উত্তেজনা। পুলিশের বাধা উপেক্ষা করে প্রথমে গেট টপকে এবং তার পর গেটের তালা ভেঙে ডিআই অফিসের ভিতরে ঢুকে পড়লেন বিক্ষোভকারীরা। ডিআই অফিসের ভিতরেই অবস্থান বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন চাকরিহারা শিক্ষকরা। বিক্ষোভাকীরদের দাবি, যোগ্য এবং অযোগ্য শিক্ষকদের তালিকা প্রকাশ করতে হবে এসএসসি-কে ভিড় এবং ধাক্কাধাক্কির মধ্যে এক স্কুল শিক্ষক অসুস্থও হয়ে পড়ে,পরে পুলিশ বিক্ষোভকারী শিক্ষকদের উপরে লাঠিচার্জ করে বলেও অভিযোগ। আন্দোলনরত এক শিক্ষককে পুলিশ লাথি মারে বলেও অভিযোগ।

রণক্ষেত্র নাদনঘাটের মনমোহনপুর ফেরিঘাট ! লাঠিচার্জের অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধে

নিজস্ব সংবাদদাতা - পারের কড়ি নিয়ে রণক্ষেত্র পরিস্থিতি পূর্ব বর্ধমান জেলার নাদনঘাট থানার মনমোহনপুর ফেরিঘাটে।অভিযোগ,যাত্রীদের কোনোরকম অবহতি ছাড়াই ভাড়া বৃদ্ধির তালিকা টাঙ্গানো হয়েছে ঘাট মালিকদের পক্ষ থেকে। মঙ্গলবার ১ এপ্রিল সকালে যাত্রীরা সেই তালিকা দেখে হতবাক।শতাংশ হিসেবে দু পাঁচ দশ শতাংশ বাড়লে তা আলাদা বিষয় কিন্তু সরাসরি ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি নিয়ে যথেষ্ট চিন্তিত তারা।ড়াড়া বেড়েছে সম্পূর্ণ দ্বিগুণ। বর্তমান নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী হোক কিংবা ব্যবহার্য সাধারণ জিনিস পত্র এমন কি বিদ্যুৎ বিল থেকে শুরু করে জীবন দেয় ঔষধ সবেতেই লাগামছাড়া ক্রমবর্ধমান দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে প্রাণ ওষ্ঠাগত সাধারণ মানুষের।আর তার মধ্যে একেবারে হঠাৎ গুরুত্বপূর্ণ জলপথ পরিবহন ভাড়া এত পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে তারা হতাশ।এদিন সকালে নিত্যযাত্রী এবং জলপথ পেরিয়ে দৈনন্দিন কাজকর্ম করতে যাওয়া ছোটখাটো ব্যবসায়ী, রোগীর পরিবার, স্কুল কলেজে পড়া ছেলেমেয়েদের অভিভাবকরা মালিকপক্ষের সাথে কথা বলতে চায় কিন্তু তিনি কোনোভাবেই বিষয়েরটি আমল দিতে চাননি। এমনকি সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলতেও নারাজ। এ বিষয়ে মানুষের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। ছোটখাটো হলেও ঘাটের সাইনবোর্ড বা ভাড়া বৃদ্ধির চার্ট ভাঙচুর কিংবা ছিঁড়ে ফেলা এ ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে সেখানে। ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই সেখানে উপস্থিত হয় নাদনঘাট থানার পুলিশ। উত্তেজিত সঙ্ঘবদ্ধ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে প্রাথমিক চেষ্টা বিফল হলে তাদের বিরুদ্ধে লাঠি চালানোর অভিযোগও ওঠে। সাধারণ নিত্য যাত্রীদের এই বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন সরকারি আধিকারিক,জল পরিবহন দপ্তর এবং জনপ্রতিনিধিদের কাছে লিখিতভাবে জমা দেওয়ার পরামর্শ দেন পুলিশ।

চাকরিহারা শিক্ষকদের ওপর পুলিশের লাঠিচার্জের প্রতিবাদে ধনেখালি বিডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভ সিপিআই (এমএল) লিবারেশনের।

নবরূপে সজ্জিত খানপুরের ধর্মরাজ মন্দির

নিজস্ব প্রতিবেদন - হুগলি জেলার ধনেখালি ব্লকের খানপুরের ধর্মরাজ মন্দির পুনর্নির্মিত হল।এই উপলক্ষ্যে সোমবার মন্দিরে যজ্ঞ সহ নানা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল।মন্দিরটি দীর্ঘদিন ধরে ভগ্নপ্রায় অবস্থায় ছিল। গ্রামবাসীদের উদ্যোগে মন্দিরটি আবার নবনির্মিত হল।এখন নতুন রূপে সজ্জিত হয়েছে মন্দির।সুসজ্জিত এই মন্দির থেকে ঘুরে আসতে পারেন আপনিও। সোমবার ঘটা করে নবনির্মিত মন্দিরের উদ্বোধন করা হয়েছে।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এলাকার মানুষের সমাগম ছিল চোখে পড়ার মতো।

পুলিশের জালে মোবাইল চুরির মাস্টার মাইন্ড

নিজস্ব সংবাদদাতা - মোবাইল চুরির মাস্টার মাইন্ডকে উত্তর প্রদেশ থেকে গ্রেফতার করল হরিপাল থানার পুলিশ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য,গত ১৫ অক্টোবর ২০২৪ দুপুরবেলায় হরিপাল থানায় খবর আসে শিয়াখালায় অবস্থিত একটি বড় টেলিকম ও ইলেকট্রনিক্সের দোকান থেকে কেউ বা কারা ৪৩ টি নতুন মোবাইল ফোন এবং ব্লুটুথ হেডফোন ও বেশ কিছু পরিমাণ ক্যাশ টাকা নিয়ে পালিয়ে গেছে।খবর পাওয়ার পরে এফআইআর রেজিস্টার হয় এবং শুরু হয় তদন্ত। তদন্তকারী অফিসারের প্রচেষ্টায় বিভিন্ন রকম আধুনিক প্রযুক্তি ও টেকনিক্যাল এভিডেন্সকে কাজে লাগিয়ে হাওড়া এবং ডোমজুড় থেকে দুটি চুরি যাওয়া মোবাইল উদ্ধার করে এবং তার সুত্র ধরেই গত ২৮ মার্চ ২০২৫ হুগলি গ্রামীণ পুলিশের হরিপাল থানার সাব ইন্সপেক্টর সুব্রত সাধুর নেতৃত্বে একটি তদন্তকারীর টিম উত্তরপ্রদেশের মানকাপুর থানার অন্তর্গত সূর্যপুর অঞ্চলে রেড করে এবং এই কেসের মূল মাস্টারমাইন্ড রমেশ কুমার যাদবকে গ্রেফতার করে এবং তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় চুরি করা হয় মোবাইল বিক্রির বেশ কিছু টাকা ও চুরির সময় ব্যবহৃত মোবাইল। এই ঘটনার সাথে আর কে কে যুক্ত আছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।৩১ মার্চ অভিযুক্তকে চন্দন নগর আদালতে পেশ করা হলে বিচারক অভিযুক্তের দশ দিন পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন।

KHABOR SOJASUJI
RNI.NO.WBBEN/2023/87806

হুগলি গ্রামীন পুলিশের জালে মোটর সাইকেল চুরি চক্রের পান্ডারা,উদ্বার ৬ টি মোটর সাইকেল।এখনও পর্যন্ত গ্রেফতার ২ জন।বাকি অভিযুক্তদের খোঁজেও তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

৯৯০টি জীবনদায়ী ঔষুধের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে সিঙ্গুর ব্লক ও বিধানসভা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বেচারাম মান্নার নেতৃত্বে শুক্রবার ৪ এপ্রিল সিঙ্গুর দোলুইগাছা থেকে কল্পনা সিনেমা হল পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিল।

রাম নবমীর মিছিলে একসাথে পা মেলালেন তৃণমূল ও বিজেপি নেতারা !

নিজস্ব সংবাদদাতা - রাম নবমী উপলক্ষে আয়োজিত মিছিলে পা মেলালো তৃণমূল ও বিজেপি।রাজনৈতিক রঙ ভুলে সকলে মিলে মিশে উদযাপন করলো রাম নবমী। তাই গত রবিবার ৬ এপ্রিল দুবরাজপুরে রাম নবমীর শোভাযাত্রায় পা মেলাতে দেখা গেল বিজেপি ও তৃণমূল নেতাদের। দুবরাজপুর শহরে জয় শ্রীরাম সেবা সমিতির পরিচালনায় রাম সীতা মন্দির থেকে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়। এই শোভাযাত্রা এখান থেকে বেরিয়ে দুবরাজপুর শহর পরিক্রমা করে পন্ডিতপুর পর্যন্ত যায়। উল্লেখ্য, ভোটের সময় তো রাজনৈতিক দল গুলো একে অপরের সাথে কাদা ছোড়াছুড়ি করতে ব্যস্ত থাকে। কিন্তু আজ রাম নবমীর দিনে ভগবান শ্রী রামের এই শোভাযাত্রা রাজনৈতিক দল গুলোকে এক জায়গায় করে দিল। তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সহ

সভাপতি মলয় মুখার্জি জানান, ‘‘এটা তো বিজেপি তৃণমূলের মিছিল নয়। রাম নবমী উৎসব সবারই জন্য। এখানে কোনো রাজনীতি নাই। এখানে সবাই একসাথে আছি।’’ পাশাপাশি দুবরাজপুর পৌরসভার পৌরপ্রধান পীযূষ পাণ্ডে জানান, ‘‘এটা কোনো রাজনৈতিক দলের প্রোগ্রাম নয়। তাই বিজেপি তৃণমূল কোনো কথা নয়। রাম নবমী উপলক্ষে দুবরাজপুর পৌরসভার পক্ষ থেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, জলের ব্যবস্থা করে দিয়েছি।’’
অন্যদিকে দুবরাজপুর বিধানসভার বিধায়ক অনুপ কুমার সাহা জানান, ‘‘রাম সকলের। আজ সারা ভারত রামময়। তৃণমূলীদের উদ্দেশ্যে কটাক্ষ করে বলেন, তাঁরা একসময় আলাদা করে রাম নবমী করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আজকে তাঁদের দেখা যায় না। তাঁরা করতেও পারছেন না। তাই তাঁদেরকে ঠিক করতে হবে তাঁরা রাম নবমীতে থাকবেন কিনা।’’

এক নজরে

(প্রথম পাতার পর)

চাকরি হারা শিক্ষকদের সভায় মন্তব্য করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি।

- দাম বাড়লো রান্নার গ্যাসের। সিলিন্ডার পিছু ৫০ টাকা করে বাড়লো রান্নার গ্যাসের দাম।
- ‘‘যারা যোগ্য তারা চিন্তা করবেন না। আপনাদের চাকরি থাকবেই। আপনারা স্কুলে যান,পড়ান’’, চাকরিহারাদের আশ্বস্ত করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি।
- ‘‘রাম কারও একার নয়।রাম সবার।রাম আমাদের হৃদয়ে আছে। ধর্ম যার যার, উৎসব সবার’’ ,ধনেখালি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসে আয়োজিত রাম নবমীর মিছিল থেকে সম্প্রীতির বার্তা দিলেন ধনেখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র।
- প্রয়াত রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক মোল্লা।
- ‘‘টাকা নিয়ে বসে আছে মমতা ব্যানার্জি এবং তার দল।মমতা ব্যানার্জি একদম জমিদারের মতো আচরণ করছেন’’, বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন বিজেপি সাংসদ ও প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গাঙ্গুলী।
- চাকরিহারা শিক্ষকদের কপালে জুটল লাথি ও লাঠি ! কার নির্দেশে এবং কাকে সন্তুষ্ট করতে একাজ করল পুলিশ ? খবর সোজাসুজি পত্রিকা পরিবারের পক্ষ থেকে পুলিশের এই অমানবিক আচরণের তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানাই।
- যোগ্য শিক্ষকদের জন্য ন্যায় বিচার চেয়ে রাষ্ট্রপতিকে চিঠি দিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী,লোকসভার সিপিআই (এমএল) লিবারেশন সাংসদ রাজারাম সিং ও সুদামা প্রসাদ এবং সিপিআই (এমএল) লিবারেশনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য্য।
- সুপ্রীম কোর্টে বড় স্বস্তি পেল রাজ্য সরকার।এসএসসি’র অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের সিবিআই তদন্তের নির্দেশ খারিজ করে দিল সুপ্রীম কোর্ট।
- প্রয়াত খাস সমাচার পত্রিকার সম্পাদক গোসাই চন্দ্র দাস। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন তিনি।

৯৯০টি জীবনদায়ী ঔষুধের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে জামালপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে মেহেমুদ খাঁনের নেতৃত্বে জামালপুর পুলমাথা থেকে বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিল।

পুলিশি হামলার প্রতিবাদে এবং ন্যায় বিচারের দাবিতে বৃহস্পতিবার শিয়ালদহ থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত মহামিছিল চাকরিহারা শিক্ষকদের।

Owner, Publisher & Printer- Israil Mallick , Published from- Vill- Mathurapur, P.O.- Shiptai, P.S. Jamalpur, Dist- Purba Bardhaman Pin- 712308, State-West Bengal
Printed at- Two Star Offset Press, 27 No. Laskardighi West (Near Rongtuli Goli), Burdwan, Pin- 713101
Editor- ISRAIL MALLICK, Mobile - 9434566498, E-mail -khaborsojasuji@gmail.com